গাংনীতে শ্রমজীবী ও অসচ্ছল ব্যাক্তিদের হাতে চেক তুলে দিলেন এমপি খোকন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার শ্রমজীবী ও অসচ্ছল ৩৯ জনের মাঝে চেক প্রদান করেছে শ্রমও কল্যাণ কর্ম সংস্থান মন্ত্রনালয়।

মঙ্গলবার বেলা ১১ টায় মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য ও উপজেলা আয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন তার নিজ বাসভবনে উপস্থিত থেকে ৩৯ জন শ্রম জীবী মানুষের মাঝে এই চেক বিতরণ করেন।

এই উপজেলার শ্রমজীবি অস্বচ্ছল মানুষের আবেদনের ভিত্তিতে শ্রম ও কর্ম সংস্থান কল্যাণ মন্ত্রনালয় ৩৯ জন মানুষের মাঝে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা বরাদ্দ দিয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া অঞ্চলের শ্রম অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক সিরাজুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, বামন্দী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুর রহমান কমল, গাংনী উপজেলা বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের আহবায়ক রবিউল ইসলাম প্রমুখ।

কুষ্টিয়ায় করোনা জীবাণুমুক্তকরণ টানেল উদ্বোধন

কুষ্টিয়ায় সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে করোনা জীবাণুমুক্তকরণ টানেল উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুর দেড়টায় কুষ্টিয়া শহরের এনএস রোডে করোনা টানেলটি উদ্বোধন করেন ২১ পদাতিক ব্রিগেডের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রিয়াজুর রহমান।

৫৫ পদাতিক ডিবিশন যশোর সেনানিবাসের তত্ত্বাবধানে টানেলটি

নির্মাণ করা হয়। টানেল উদ্বোধন শেষে ২১ পদাতিক ব্রিগেডের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রিয়াজুর রহমান বলেন, “যতদিন এই অঞ্চলে করোনাভাইরাসের প্রভাব থাকবে ততদিন পর্যন্ত এ টানেল কন্টিনিউ করা হবে।”

এসময় উপস্থিত ছিলেন, কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক মো. আসলাম হোসেন, পৌর মেয়র আনোয়ার আলী, পুলিশ সুপার এস এম তানভীর আরাফাত, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মুস্তাফিজুর রহমান।

মেহেরপুরে গার্মেন্টস মালিকদের গোপনে ব্যবসা

মেহেরপুর প্রায় প্রতিটি পোশাক, কসমেটিক ও পাদুকার দোকানে চলছে গোপনে ব্যবসা। গত ২৪ মার্চ থেকে করোনার প্রাদুর্ভাবের কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যতিত সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয় প্রশাসন। কিন্তু আসন্ন ঈদ-উল ফিতরের কারণে গত ১০ মে থেকে সীমিত আকারে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলার অনুমতি দেয় সরকার। পরে করোনার ভয়বহতা বৃদ্ধির কারণে ১৮ মে সোমবার থেকে পুনরায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধের ঘোষণা দেয় মেহেরপুর জেলা প্রশাসন।

কিন্তু এই ঘোষণা উপেক্ষা করে মেহেরপুর শহরের বেশ কিছু গার্মেন্টস গোপনে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। মেহেরপুর সহ আশেপাশের জেলা থেকেও লোকজন এসে ভিড় জমাচ্ছে এই সব বিপণী বিতান গুলোতে।

গতকাল সোমবার শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে দেখা যায় প্রায় প্রতিটি দোকানের শাটার বন্ধ করে ভিতরে কাস্টমার রেখে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। বড় বাজার এলাকায় কিছু দোকানের এই দৃশ্য সাংবাদিক ধারণ করলে দোকান মালিকদের তোপের মুখে পড়তে হয়। পরে তাদের সাথে কথা কাটাকাটির সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে সদর থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রন করে।

পরে দোকান মালিকদের সাথে আলোচনা না করে জেলা প্রশাসন থেকে দোকানপাট বন্ধ ঘোষণা করায় ক্ষোভ প্রকাশ করে ব্যবসায়ী নেতারা।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

এপ্রিল থেকে, যদিও গ্রুপটির সৃষ্টি ১৮ এপ্রিল। এক মাসেরও কম সময়ে তারা ইতোমধ্যেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মানুষের কাছে ভালো একটি জায়গা করে নিতে পেরেছে। এই লাইভ শো’গুলো উপস্থাপনা করে চলেছেন ‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’এর প্রতিষ্ঠাতা এবং উপস্থাপক ঈশা খান (অপূর্ব)।

১৯ মে তাদের এই লাইভ শো এর অষ্টম পর্ব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এবং এই পর্বে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)-এর কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের সাইবার সিকিউরিটি এন্ড ক্রাইম ডিভিশনের সম্মানিত সিনিয়র এ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার জনাব সাইদ নাসিরুল্লাহ্। ১৯ মে ঠিক রাত ৯ টায় ‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’এর অফিসিয়াল ফেসবুক ফ্যান পেইজ থেকে এই লাইভটি সম্প্রচার করা হবে। এই শো-এর আলোচনার বিষয় বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে ‘সাইবার ক্রাইম’।

‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’ এর প্রতিষ্ঠাতা ঈশা খান (অপূর্ব)’ এর কাছে এই লাইভ শো-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জানতে চাওয়া হলে, উত্তরে তিনি বলেন, “আমরা মূলত খুবই সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর দক্ষ মানুষকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর চেষ্টা করছি। আমরা জানি, আমাদের অডিয়েন্স বেশিরভাগই মফস্বল শহরাঞ্চলগুলো থেকে বা যাদের সাথে ঢাকার সম্পর্ক তুলনামূলক কম। ঢাকা কেন্দ্রীক মানুষ কিছুটা হলেও এই ধরণের জ্ঞান পাওয়ার সুযোগ পায়। কিন্তু মফস্বলের ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক কিছু থেকেই এখনও অনেকটাই বঞ্চিত। দ্বিতীয়ত, যতটুকু তারা পায়, সেটাও এমনভাবে পায় যে সেগুলো বুঝতে গেলেও কাউকে আগে থেকেও কিছুটা স্টাডি করে রাখতে হয়। সেই কারণে আমরা চেষ্টা করি আমাদের আলোচনাকে খুবই সহজবোধ্য করার যেন সকলেই নির্দ্বিধায় এটি বুঝতে পারে”।

একই সাথে আমরা ঈশা খান (অপূর্ব)-এর কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম এই পর্বে সিনিয়র এ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার মহোদয়কে অতিথি হিসেবে রাখা এবং এই পর্বের বিষয়ে। এ সম্পর্কে উত্তরে তিনি বলেন, “কোয়ারেন্টাইনে মানুষ সবাই ঘরে বসে। সুতরাং, তারা সবচেয়ে বেশি সময় কাটাচ্ছে অনলাইন দুনিয়াতেই। সোস্যাল মিডিয়া সহ অন্যান্য অনলাইন সাইটগুলো অতি মাত্রায় ব্যবহার করলেও, আমরা এর থেকে কী ধরণের অপরাধ সংঘটিত হতে পারে, এ সংক্রান্ত জ্ঞান সবার মাঝে নেই।

সেই কারণেই আমরা চেষ্টা করেছি এই ‘সাইবার ক্রাইম’ বিষয়েই একটি পর্বের আয়োজন করতে। সাইদ নাসিরুল্লাহ অভি ভাইয়াকে অসংখ্য

ধন্যবাদ তিনি আমাদের সাথে এত সুন্দর ভাবে কো-অপারেট করেছেন। আমরা ছোট মানুষ। তবুও তিনি খুব আন্তরিকভাবেই আমাদেরকে গ্রহণ করেছেন এবং এই উদ্যোগী আয়োজনকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। একই সাথে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ‘দা বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড’-এর ক্রাইম ডিপার্টমেন্টের করেস্পন্ডেন্ট এবং বড় ভাই জিয়া চৌধুরি ভাইয়াকে। এই পর্বের জন্য উনার আন্তরিকতাও ছিল চরমে। এই মানুষগুলোকে সাথে না পেলে কোনোভাবেই এই আয়োজন এত সুন্দরভাবে করা সম্ভব ছিল না”।

‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’এর পক্ষ থেকে সকলকে এই লাইভ আয়োজনটি দেখার জন্য আমন্ত্রন জানিয়েছেন ১৯ মে বাংলাদেশ সময় ঠিক রাত ৯টায়।

মেহেরপুরে কৃষকের ধান কেটে দিলেন যুবলীগ

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির নির্দেশ অনুযায়ী সদর উপজেলা দক্ষিণ শালিকা গ্রামে কৃষকের ধান কেটে দিলেন যুবলীগ নেতাকর্মীরা।

গতকাল সামবার বিকালে দক্ষিণ শালিকা গ্রামে কৃষকের ১ বিঘা ধান কেটে দিলো যুবলীগ নেতা কর্মীরা।

জেলা যুবলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক হিরন জানান, সব সময় সৎ কাজে নিয়োজিত থাকি। আমাদের এই কর্মসূচি করোনা মোকাবেলায় গরিব কৃষকরা ধান কাটতে পারছেনা তারই পরিপেক্ষিতে জনপ্রসাশন প্রতিমন্ত্রির নির্দেশে আমরা এই ধান কাটা কর্ম সূূূচি পালন করে যাচ্ছি।

তিনি আরও বলেন, এখন পর্যন্ত যারা ধান কাটতে পারেননি তারা আমাদের খবর দিলে আমরা তাদের পাশে দাড়াবো।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা ছাত্র লীগের সধারণ সম্পাদক বায়েজিদ বোস্তামিজ, জেলা মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মলীগের আহবায়ক রন্টু জোয়ার্দ্দার, যুুগ্ন আহবায়ক তারিকুল ইসলাম রাজিব, যুবলীগ নেতা

মিজানুর রহমান মিজান, রাজু আহমে, লিটন, আজিম, রনি সহ দলীয় নেতা কর্মীরা।

কুষ্টিয়ায় বাউল সম্রাট লালন সাঁইজীর মাজারে সিন্দুক ভেঙে টাকা চুরি

কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ায় মরমী সাধক বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহের মাজারের তিনটি সিন্দুক ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটেছে।

ধারণামতে গত ১৪ তারিখ রাতে ঝড়ের সময় বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ থাকা অবস্থায় মাজারের ছাদের কারনিশ দিয়ে প্রবেশের মাধ্যমে এই চুরির ঘটনা ঘটে। এঘটনায় মাজারের দায়িত্বরত খাদেম আজ সকালে মাজারের মূল দরজা খুললে তিনটি সিন্দুক ও সিসি ক্যামেরা ভাঙা অবস্থায় দেখতে পায়।

লালন শাহ’র মাজারের মত দর্শনীয় স্থানে চুরির ঘটনায় মাজারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। মাজারের খাদেম রিপন জানান, সকালে লালন মাজারের দরজা খুলে সিন্দুকগুলোর তালা ভাঙা দেখতে পান তিনি। তিনটি সিন্দুকেরই তালা ভাঙ্গা। যেখান থেকে সব টাকা চুরি হয়ে গেছে। লালন মাজারের ভেতরে বাউল সম্রাটের সমাধীঘেঁষে দানবাক্স হিসেবে ওই সিন্দুকগুলো রাখা আছে।

এবিষয়ে স্থানীয়রা বলেন, নাইট গার্ড, খাদেম ও এতো সিসি ক্যামেরাযুক্ত স্থানে অভ্যন্তরীন কেউ জড়িত না থাকলে কিভাবে এমন চুরির ঘটনা ঘটতে পারে তা আমাদের বোধগম্য নয়! তাই অধিকতর তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

তাৎক্ষনিক খবর পেয়ে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক ও লালন একাডেমির সভাপতি আসলাম হোসেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

এ সময় তিনি বলেন, লালন সাইজীর মাজার শুধু কুষ্টিয়ার নয় সারা বিশ্বের কাছে দর্শনীয় স্থান। এখানে এধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা

কাম্য নয়। লালন মাজারে সার্বক্ষনিক পর্যাপ্ত সিসি ক্যামেরা চালু রয়েছে। সিসি টিভির ফুটেজ দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় আমরা তদন্তের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

এসময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকসহ র্যাব ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে দর্শনার্থীরা এখানে টাকা দান করেন।
তবে এতে কি পরিমান টাকা ছিল তা কেউ জানে না। প্রতিবছর লালন স্বরণোৎসবের আগে এটি খোলা হয়। তারপর আবার জেলা প্রশাসন থেকে এটি সিলগালা করে দেওয়া হয়। চুরির বিষয়ে লালন ভক্তরা ক্ষোভ প্রকাশ করে দোষীদের আইনের আওতায় আনার দাবী করেছেন।

দৌলতপুরে মৃত ব্যক্তির নামে খাদ্য কর্মসূচির চাল উত্তোলন

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ৫নং রামকৃঞ্চপুর ইউনিয়নের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ১৯৩ জন ভোক্তার সংখ্যা আছে। সেই তালিকায় থাকা এক মৃত ব্যক্তির নামে দেড় বছর চাল উত্তোলনের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এ প্রেক্ষিতে গত ৩ মে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের স্বাক্ষরিত এক আদেশে ৫নং রামকৃঞ্চপুর ইউনিয়নে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির তালিকা যাচাই-বাছাই করে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং উপজেলা খাদ্যগুদামের সাব ইন্সপেক্টরকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শারমিন আক্তার জানান, তদন্ত প্রতিবেদন জমা হয়েছে কিনা এই মুহুর্তে বলতে পারছিনা। যদি তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায় তবে, উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

জানা যায়, ২০১৬ সালে সারা দেশের ন্যায় দৌলতপুর উপজেলার ৫নং রামকৃঞ্চপুর ইউনিয়নেও খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির তালিকা ইউনিয়ন

চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্যদের মাধ্যমে তৈরি করা হয়। এবং উক্ত তালিকা অনুযায়ী বছরে ৫ বার ১০ টাকা কেজি দরে ৩০ কেজি করে চাল ১৯৩ জন পরিবারের মধ্যে দেওয়া হয়। কিন্তু দেখা যায় যে, গত পাঁচ বছরের মধ্যে অনেকেই আছে এ পর্যন্ত এক থেকে দুইবার চাল উত্তোলন করেছেন।

এমনকি ক্রমিক নম্বর ২০ নবীর উদ্দিন, পিতা মৃত দানেশ দফাদার দেড় বছর পূর্বে মৃত্যু বরন করেছেন। কিন্তু তার নামের চাল গত ১৬ এপ্রিল উত্তোলন করা হয়েছে। আরও জানা যায়, ক্রমিক নম্বর ৫৫ সোলাইমান মন্ডল, পিতা ইউনুস আলী নিজে এ পর্যন্ত মাত্র দুইবার চাল উত্তোলন করেছেন। কিন্তু প্রতিবার চাল উত্তোলন করা সিটে তার চাল উত্তোলন দেখানো হয়েছে।

এছাড়াও ৬৮ ক্রমিকের টগরজান, স্বামী রবিউল ইসলাম এবং ৭০ ক্রমিকের রবিউল ইসলাম, পিতা ফজলুর রহমান উভয়ে স্বামী স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাদের নাম একই তালিকায় পাওয়া গেছে। ক্রমিক নম্বর ১৮ সাজেদা খাতুন, স্বামী তুজাম, ক্রমিক নম্বর ৩০ টগরজান খাতুন, স্বামী আনারুল, ক্রমিক নম্বর ৪৪ হামেদ শেখ, পিতা করিম শেখ, ক্রমিক নম্বর ৫৬ ইস্তাহার আলী, পিতা আরজান সর্দার এই চারজনের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও তাদের নামে ভিজিডি কার্ড আছে বলে তদন্তে সত্যতা পাওয়া গেছে।

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার মো. মাসুদুর বলেন, কেউ মৃত্যু বরণ করলে কিংবা অন্য কোন তালিকায় একই ব্যক্তির নাম থাকলে সেটা দেখার দায়িত্ব ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের। আমার দায়িত্ব শুধুমাত্র সরকারি চাল ডিও করে এনে কার্ডধারীদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া।

মেহেরপুরে দু-জনের করোনা জয়ের গল্প

জাহাঙ্গীর হোসেন নিজের বাড়ি চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গাতে হলেও বসবাস করতেন মুজিবনগর উপজেলার বল্লবপুর গ্রামে। তিনি পেশায় একজন ব্রাককর্মী। গত ২২ এপ্রিল মেহেরপুরের প্রথম করোনা পজিটিভ হিসেবে তাকে সনাক্ত করা হয়। মাত্র ১৪ দিনেই মারাত্মক করোনা ভাইরাসকে

খেতাম, ডাক্তারের পরামর্শমত শুধু প্যারাসিটামল ওষুধ খেতাম।

জেলা সিভিল সার্জন নাসিরুদ্দিন বলেন, দেশের অন্যান্য জেলার চেয়ে মেহেরপুরের করোনা পরিাস্থতি বেশ ভালো। এ পর্যন্ত মোট ৭ জন করোনা পজিটিভ রোগী সনাক্ত করেছি। এদের ভিতর মৃত এক ব্যক্তির করোনা পজিটিভ হয় এবং মুজিবনগর ও মেহেরপুর সদরে দুইজন করোনা পজিটিভ রোগী সুস্থ্য হয়েছে।

আমরা জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ যারা করোনা পজিটিভ হয়েছেন তাদের নিয়মিত খোজ খবর রাখছি। সকল সুযোগ সুবিধা তাদের দেওয়া হচ্ছে। সেই সাথে যারা সুস্থ্য হয়েছেন তাদের স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলাচল করার জন্য বলা হয়েছে। আমরা তাদের আনুষ্ঠানিক ভাবে সুস্থ্যতার ছাড়পত্র দিয়েছি।

”বাড়ি মেহেরপুর” এর উদ্যোগে ঈদ উপহার বিতরণ

“সমাজের কল্যাণে মানবতার পাশে” প্রতিপাদ্য নিয়ে ফেসবুক গ্রুপ ভিত্তিক সামাজিক সংগঠণ ”বাড়ি মেহেরপুর” এর উদ্যোগে ১১২জনকে ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়েছে।

রবিবার সকাল ১০টার সময় মেহেরপুর সদর উপজেলার মল্লিক পাড়ার মরহুম এডভোকেট রুস্তম আলীর বাড়িতে ফেসবুক গ্রুপ ভিত্তিক সামাজিক সংগঠণ ”বাড়ি মেহেরপুর” এর কার্যালয় থেকে সামাজিক ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখেই ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়।

উল্লেখ্য যে, গত মার্চ মাসেও করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধ উপলক্ষ্যে গরিব অসহায় ১০০জনকে ত্রাণ সহায়তা প্রদাণ করা হয়েছিল।

”বাড়ি মেহেরপুর” এর উদ্যোগে ঈদ উপহার বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন- মোছাঃ নূরজাহান পারভীন, আসাদুজ্জামান খাঁন রাজ (এডমিন), তানভীর রহমান (মডেরেটর), সদস্য- নূর মোহাম্মদ খাঁন, রাজু

আহাম্মদ, এম. এ মাবুদ, এম. সোহেল রানা, তুষার, সোহেল ইসলাম, মফিজুল ইসলাম প্রমুখ।

মেহেরপুর পৌরসভার ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে অসহায় কর্মহীন মানুষের মাঝে এাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার বিকেলে পৌর মেয়র মোঃ মাহফুজুর রহমান রিটন করোনা ভাইরাসের প্রভাবে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।

মেহেরপুর পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে ৪০০টি পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

পৌর মেয়র মোঃ মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, করোনা ভাইরাসের কারনে যে সব খেটে খাওয়া মানুষ গুলো কর্মহীন হয়ে পড়েছে তাদের মাঝে এই সামান্য উপহার খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করছি।

তিনি আরও বলেন, যতদিন করোনা পরিস্থিতি থাকবে ততদিন আমার পৌর এলাকাতে কেও না খেয়ে থাকবে না।

ত্রাণ বিতরণে সহযোগিতা করেন পেনেল মেয়র শাহিনুজ্জামান রিটন, ৮নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর রিপন, এছাড়া যুবলীগ নেতাকর্মী।